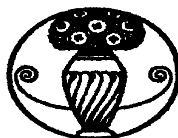
শান্তি-তারা

শ্রীসরযূবালা দেবী প্রণীত।



১০ই শ্রাবণ, ১৩৩৬ সাল।

কলিকাতা।

৪নং প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, ভবানীপুর।

প্রবাসী প্রেস,
৯১নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা,
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র



শান্তি তারা

বিজ্ঞাপন

বড় মজাদার নাম গাথা হার,
ফুরিয়ে গেলে মিল্‌বে না আর
পড়তে মনে সাধ আছে যার,
হাতটি পেতে নাওনা এবার।
দাম বেশী নয় সত্য কথা,
সময় নষ্ট মুখটি ব্যথা।
হাস্‌তে পেটের ছিঁড়বে নাড়ী,
মাতবে তবেই বিয়ে-বাড়ী॥
হাসির দিন আজকে আমার,
গোকুলে শ্যাম আস্‌ছে এবার,
শান্তি আমার রাইকিশোরী
শ্যামের বামে সাজ্‌বে ভারি
হৃদয় আলো নয়ন আলো,
শান্তি-তারায় মিল্‌লো ভালো
ভুবন আলো বাসর আলো,
সবাই মিলে দেখ্‌বে চলো,
প্রাণ খুলে আজ সবাই বলো
শান্তি-তারায় কেমন হলো॥

উৎসর্গ

সবিনয়ে করযোড়ে করিতেছি নিবেদন,
বাধিত করুন পড়ি, করি কৃপা বিতরণ।
ধৈর্য্য ধরি কৃপা করি পড়িলে এ নামগান,
সফল হইবে লেখা, সুশীতল হবে প্রাণ।
চির অভাগিনী আমি, শান্তি-বারি সাহারার,
দুলিতেছে বুকে মম শান্তিপারিজাত হার।
প্রাণের সর্ব্বস্ব ধন আনন্দে সকলে মিলে,
উজ্জ্বলের করে আজি দিলাম সাদরে তুলে।
শান্তি-তারায় মিশে হইয়াছে কত শোভা,
সেজেছে মদনরতি, আঁখি মুগ্ধ, মনোলোভা।
আজি এই শুভদিনে, দিতে কিছু উপহার
অন্তরেতে সাধ মম হইতেছে বার বার।
গরীব কাঙালী আমি, ধনরত্ন কিছু নাই,
সামান্য কবিতা-হার, তাই আজ দিতে চাই।
এ নহে ত হেমহীরা মণিমরকত হার,
এ যে হৃদি ফুলে গাঁথা, চারুমালা মুকুতার

শান্তি-তারা

এ মালা যতনে গাঁথি "শান্তি-তারা" সভাজনে,
অর্পিলাম করে আজি সকলের সযতনে।
নাহি ছন্দ নাহি মিল, নাহি ভাব নাহি ভাষা,
আছে শুধু অফুরন্ত প্রাণ-ঢালা ভালবাসা।
তুচ্ছ ব'লে ঘৃণা ক'রে ফেলে দিলে এই হার,
উপহার দিতে কিছু সাধ্য নাহি হবে আর।
আশীষ করুন সবে শান্তি-তারা ফুলে আজি,
বেঁচে থাক্ চিরসুখে, প্রণয়-প্রসূনে সাজি।

মহাসমর

সাজ সাজ সাজ সখী, সাজ সাজ সাজ,
রাখ রমণীর ধর্ম্ম, ত্যজ ভয় লাজ।
দেখলো সমরসাজে,
বিক্রমপুর-রাজ আসে,
রাণীর হৃদয়-রাজ্য করিবারে জয়।
আসিছে উজ্জ্বলরাজ, নাহি লাজ ভয়॥

কাতারে কাতারে আসে সৈন্য অগণন,
কর সবে সখিগণ ফুল বরিষণ।
আমরা লো বীর নারী,
জগতে কারে না ডরি,
কিশোর বয়স্ক যুবা, তারে কিবা ভয়।
নয়নের বাণে করি ত্রিভুবন জয়॥

এস, সব সখিগণ সমর-প্রাঙ্গণে,
যত্নে বাঁধ ফুল হারে উজ্জ্বল রাজনে।
শক্তে বাঁধ স্নেহ-ডোরে,
যেন না ছিঁড়িতে পারে,
বন্দি ক'রে লয়ে চল বাসর-আগারে।
রাণীর চরণে সঁপ বিচারের তরে॥

ওই দেখ রণবাদ্য বাজে ঝম ঝম,
সৈন্যদের কোলাহলে যায় বুঝি দম।
রাজা হ'য়ে হল বন্দী,
মন্ত্রীটির যত ফন্দী;
সুধীর সে মন্ত্রীবর অধীর হইয়া,
আঁখি-বাণে কাঁপিতেছে থর থর হিয়া॥

মন্ত্রীবরে বন্দী করি আন এইবার,
উচিত মতন শাস্তি আমি দিব তার।
একদিন কাছে এসে,
বেঁধেছে স্নেহের ফাঁসে,
স্নেহের নিগড়ে বাঁধি শোধ দেব তার
পলাতে তাহার নাহি সাধ্য হবে আর

ওই দেখ সৈন্যদের ঘোর কোলাহল,
দাও খেতে উহাদের লুচিমিষ্ট জল।
খাওয়া হ'লে মুক্তি দে রে,
হার মেনে যাক ঘরে,
নাহি চাই তাহাদের করিতে দুর্গতি।

শ্যামল, কোথায় গেলি আয় একবার,
ফুলহারে সৈন্যদের কর্ পুরস্কার।
মন্ত্রীরাজে বল ভাই,
আমাদের রোষ নাই,
রাজারাণী পাঠাইব কাল সন্ধ্যাবেলা
সাজাইয়া ল'য়ে এস' বাজ্‌না, বাজি, মালা॥

রাণীর চরণ তলে
রাজা ব'সে কুতুহলে,
মৃদু হেসে সবিনয়ে বলিছে বচন,—
কেবা মুক্তি চায় রাণী ? বাঁধা প্রাণ মন
বহুদিন হ'তে প্রাণ
করেছি তোমারে দান,
জীবন যৌবন দিছি চরণে তোমার।
লয়েছ সকল হরি বাকি কিবা আর ?

বন্দির এ কথা শুনি
হাসিতেছে শান্তি রাণী,
বলে সখে বাস কর হৃদি রাজ্যে মোর,
আনন্দ সুখেতে ঝরে নয়নের লোর

বিনিময়ে দুটি প্রাণ
হরষে করিল দান,
দুয়েতে মিশিয়ে গিয়ে হ'য়ে গেল এক ।
বাজা ওলো সখী তোরা বাজা জোড়া শাঁক ॥

জগদীশ, দয়াময়, দীনবন্ধু, হরি,
মোদের ভরসা শুধু ও-চরণ তরী ।
আজি অতি শুভলগ্নে
মিলাইলে দুই জনে,
চিরদিন এ-যুগল সুখে যেন রয় ।
পথ ভুলে কভু যেন বিপথে না যায় ॥

শান্তিরাণীর নাম

আয় আয় করি কোলে নয়নের মণি।
বুড়ু, লীলা, শান্তিলতা, সুনীলিমা রাণী ॥
কত দিন হ'তে আমি কত আশা ক'রে।
পেয়েছি তোমায় ধন, মা কালীর বরে ॥
দয়াময় দীননাথ হরির কৃপায়।
আসিয়াছ যাদুমণি তুমি এ ধরায় ॥
আজি তোর পরিণয় এই শুভদিনে।
কত কিছু দিতে সাধ হইতেছে মনে ॥
বসায়ে বরের কোলে, দেখে হাসি মুখ।
পুলকে পুরিত হবে, বিষাদিত বুক ॥
চির সুখে থাক্ তোরা এই সাধ মনে।
কিবা দিব উপহার, কি আছে ভুবনে ॥
দুঃখিনী "দি'মার" লও স্নেহ উপহার।
কি দিব তোমায় আজি, কি আছে আমার ॥
বড় সাধে তোর নাম করেছি রচনা।
পড়িলে তোমার "বর", পুরিবে বাসনা ॥
দুইজনে কাছে এসে দাঁড়া হাঁসিমুখে।
দুটি গ'লে দিই মালা প্রাণ ভরা সুখে ॥

তোরা যে কি ধন মোর কি জানিবে পরে
হেরিয়ে যুগলরূপ ভাসি সুখ নীরে ॥
যেইজন এই নাম করিবে পঠন।
পুত্রপৌত্র সহ সুখে যাপিবে জীবন ॥
শান্তির নাম-গাঁথা নাহি কিছু দাম।
পড়িলে সফল জন্ম পাবে মোক্ষধাম ॥
শয্যাছাড়ি প্রাতে উঠি ধুয়ে মুখ হাত।
এ-নাম পড়িলে তার হবে সুপ্রভাত ॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তাহার হইবে।
বৃদ্ধতে করিলে পাঠ যৌবন পাইবে ॥
মূর্খ করিলে পাঠ হইবে পণ্ডিত।
বোকায় পড়িলে বুদ্ধি হইবে নিশ্চিত ॥
অরসিক যেইজন আছে জন্মাবধি।
নাম পাঠে রসে প্রাণ হ'য়ে যাবে নদী ॥
পড়ে যদি এই নাম নিষ্ঠুর পাষাণ।
শিশুসম কমনীয় হবে তার প্রাণ ॥
গোঁয়ার গোবিন্দ যদি এই নাম পড়ে
রাগঃত্বরা পলাইবে তার দেশ ছেড়ে ॥
পাতকী নারকী যদি পড়ে নাম-হার।
ধার্ম্মিক হইবে সেই, পাইবে নিস্তার ॥
অপত্রের পুত্র হবে, নির্ধনের ধন।

কৃপণ করিলে পাঠ, হবে কল্পতরু।
সাধনের ইচ্ছা যার, পাবে সৎগুরু॥
কুরূপ কুৎসিৎ কদাকার যেইজন।
কন্দর্প সমান হবে করিলে পঠন॥
দুঃখী যদি করে পাঠ, লক্ষ্মী তার ঘরে।
চিরবাঁধা রহিবেন হরিষ অন্তরে॥
যাদের দাম্পত্য প্রেম কিছু মাত্র নাই।
এ-নাম পঠনে প্রেমে মজিবে তারাই॥
যাহাদের হয় নাই অপত্য-বন্ধন।
নাম গুণে পাবে কোলে পুত্র কন্যা ধন॥
অন্ধ জনে নাম শুনে পাইবে নয়ন।
নাম-গুণে পঙ্গু গিরি করিবে লঙ্ঘন॥
চির বোবা যদি কভু এই নাম শুনে।
মধুর বচন তার ঝরিবে বদনে॥
যাহার শ্রবণ-শক্তি কিছু মাত্র নাই।
নাম মহিমায় কানে শুনিবে সদাই॥
উন্মাদ করিলে পাঠ সেরে যাবে মাথা।
ব্যবহার ক'রে বুঝ সব সত্য কথা॥
নামের মহিমা আমি কি বর্ণিতে পারি।
বর্ণিতে পারিবে শুধু "উজ্জ্বল" মুরারি॥
দুইশত ষাট নাম অমৃত সমান।
মনের হরিষে আমি করি আজ গান॥

কৃপা করি ধৈর্য্য ধরি যত মহাজন।
একবার এই নাম করুন পঠন ॥
তবে আমি এইবার নাম গান করি।
শ্রীগুরুর শ্রীচরণ হৃদয়েতে ধরি' ॥
ভাট পাড়া গ্রামে মম গুরুপুত্র র'ন।
ভক্তিভরে পূজি আমি তাঁর শ্রীচরণ ॥
শ্রীমৎ শ্রীপূর্ণানন্দ দেব সরস্বতী।
ভক্তি ভরে তাঁর পদে করি আজ নতি
বসতি তাঁহার এবে চুণার আশ্রমে।
ঈশ্বর-সদৃশ্য সদা আছেন মরমে ॥
ভক্তি ভরে তাঁর পদে করি নমস্কার।
নিবেদিব তাঁর পদে নাম-গাথা হার ॥
শিষ্যাশিষ্য অনুগত যতজন তাঁর।
করযোড়ে করিতেছি সবে নমস্কার ॥
শ্রীমৎ শ্রীনিরঞ্জন দেবসরস্বতী।
ভক্তিভরে তাঁর পদে করিতেছি নতি ॥
শ্রীমৎ পরমারাধ্য ব্রহ্মানন্দ স্বামী।
করপুটে তাঁর পদে নমিতেছি আমি ॥
স্বরগে রয়েছ সুখে দেবতা আমার।
তোমার চরণে করি কোটী নমস্কার ॥
স্বর্গে-মর্ত্ত্যে গুরুজন আছ যে যথায়।

জগৎ ব্রহ্মাণ্ড মেলা চরণে যাঁহার।
তাঁরি পদে দিই এই নাম-গাথা হার॥
তবে আমি এইবার নাম গান করি।
বদন ভরিয়া সবে, বল হরি হরি॥
শ্রীশ্রীগুরুদেব পূর্ণানন্দ স্বামী।
"গীতা" নাম দিয়াছেন স্নেহে কোলে টানি॥
শ্রীগুরু নিরঞ্জন দেব সরস্বতী।
নাম দেন "সান্ত্বনা মা", আর "ভগবতী"॥
শ্রীগুরু পরমারাধ্য ব্রহ্মানন্দ যিনি,
দিয়াছেন স্নেহভরে নাম "কমলিনী"॥
শ্রীগুরু নন্দন স্নেহে, নাম দেন "হাসি"
মাতাজি দিয়াছেন নাম, "পূর্ণশশী"॥
বাবা নাম রেখেছেন, "স্নেহের পুত্তলি"।
মা রাখিয়াছে নাম, "আদরের ডালি"॥
দি'মামণি নাম রাখে, "নয়নের মণি"।
"নন্দনের পারিজাত," "ভিক্ষের ঝুলিখানি"॥
আদরের ভাই ধন, শ্যামলিয়া মণি।
নাম রাখিয়াছে, "দিদি তুমি রাজ রাণী"॥
সুহাস মামা নাম রাখে, "প্রতিভা সুন্দরী"।
মামিমা রাখিল নাম, "সাহারার বারি"॥
নিশামাসি নাম রাখে, "অন্ধের নয়ন"।
জীবনের সরবস্ব, "সাধনার ধন"॥

জ্যাঠাবাবু নাম রাখেন, "বুড়ুমা আমার"।
সেজ-কাকা রাখে নাম "জীবনের সার" ॥
জ্যেঠিমা রাখেন স্নেহে নাম "লীলারাণী"।
সেজকাকী নাম রাখে, "নয়ন ভুলানী" ॥
"মাদল-মা"নাম স্নেহে রাখে ছোটকাকা।
ছোটকাকী আদরেতে, বলে "শেফালিকা" ॥
বড়াদাদা রাখে নাম, "কমলের কলি"।
মেজপিসি নাম রাখে, "বংশের দুলালি" ॥
সেজপিসি রাখে নাম "চম্পক বরণী"।
ছোটপিসি নাম রাখে, "কমলে কামিনী" ॥
জ্যোতীন-দিদি রাখে নাম, "খেলার পুতুল"।
বীণা দিদি নাম রাখে "ফাল্গুনে মুকুল" ॥
খুকি দিদি নাম রাখে, "খেলার সঙ্গিনী"।
খোকা দাদা রাখিয়াছে, নাম "মুগ্ধা রাণী" ॥
শুকোদা রাখিল নাম, "অভিমানী বোন"।
প্রকাশ দাদা নাম রাখে, "মুকুতা দশন" ॥
ব্রজদাদা রাখে নাম, "সবিতা সুন্দরী"।
অচ্যিদাদা নাম রাখে, "অমিয়কুমারী" ॥
অরুণদাদা রাখে নাম, "সুগন্ধ যূথিকা"।
রবিদাদা স্নেহে নাম রাখে "মাধবিকা" ॥
বিমলদাদা নাম রাখে "শিশির কুমারী"।
[illegible] "অজ্ঞাতা সুন্দরী" ॥

বুল্টু দাদা স্নেহে নাম রাখে "অনিমিকা"।
টুলুদাদা রাখিয়াছে, "স্নেহের লতিকা" ॥
হরিশদাদা নাম রাখে, "পদ্মপলাশবন"।
কিশোর দাদা রাখে নাম, "নয়ন শোভন" ॥
মান্তি দাদা নাম রাখে, "তুমি হিরঙ্গিনী"।
নলিদাদা রাখে নাম, "তিলত্তমারাণী" ॥
গোপালদাদা নাম রাখে "দেবী সত্যভামা"।
প্রভাতদাদা রাখে নাম, "চির মনোরমা" ॥
রাখালদাদা নাম রাখে, "সুচারুবদনী"।
বাঘালদাদা রাখে নাম, "এলোকেশী রাণী" ॥
রুক্মিণীদা নাম রাখে, "স্নেহের আরতি"।
নীহার রাখিল নাম, "তরুলতা সতী" ॥
ভোলাদাদা রাখে নাম, "ব্রহ্মপুত্রনদী"।
গোবিন ভাই নাম রাখে, "ভক্তিময়ীদিদি" ॥
পরিমলভাই রাখে, "গোলকুণ্ডার হীরা"।
জ্যোৎস্না রাখিল নাম, "তুমি ধ্রুবতারা" ॥
অজিত ভাই নাম রাখে, "আভাদিদি মোর"।
খুকু বোন রাখে নাম, "আনন্দ নির্ঝর" ॥
বড় জ্যাঠা নাম রাখেন, "ইন্দু নিভাননী"।
মেজ জ্যাঠা রাখে নাম, তুমি মা "ইন্দ্রাণী" ॥
সেজজ্যাঠা রাখে নাম, "পার্ব্বতী" আদরে।
কিরণদিদি "রেবা" নাম রাখে স্নেহভরে ॥

সুধাদিদি রাখে নাম, "তুলসী-মঞ্জুরি"।
সুধাদিদির বর রাখে, "প্রেমের কিশোরী" ॥
রাধাদিদি নাম রাখে, "হরিণ-নয়নী"।
গৌরদিদি রাখে নাম, "সতী-শিরোমণি" ॥
হিরণ-দিদি নাম রাখে, "প্রফুল্ল নলিনী"।
কাতুদিদি রাখে নাম, "জ্যোছনা বরণী" ॥
হরিদিদি নাম রাখে, "কিছমিছি বাদাম"।
বৌদিদি সাধে নাম রাখে "মেরীজান" ॥
লীলামাসী নাম রাখে, "মুক্তকেশীরাণী"।
জামাইবাবু (অনন্ত) রাখে নাম, "সুধা-নির্ঝরিণী" ॥
সুরোদিদি নাম রাখে, "হীরেগজমতি"।
শম্ভু রাখিল নাম, "আঁধার ঘরে বাতি" ॥
ননীদাদা নাম রাখে, "রূপে সরস্বতী"।
মঙ্গল রাখিল নাম, "তুমি মা তপতী" ॥
তরুদিদি নাম রাখে, "তুই রে অপ্‌সরা"।
চারুদিদি রাখিয়াছে, "হাসির অপেরা" ॥
সন্ধ্যারাণী বৌদি নাম, রেখেছে "পদ্মিনী"।
লাবণ্য বৌদি রাখে, "উজ্জ্বল সঙ্গিনী" ॥
মৃণ্ময়ী-বৌদি নাম রাখিয়াছে "বাণী"।
হেমলতা-বৌদি রাখে, "তারা বিলাসিনী" ॥
পঙ্কজিনী-বৌদি নাম, রাখে "পদ্মফুল"।
নিরুপমা-বৌদি রাখে, "মহিমা অতুল"

নির্ম্মল মামা রাখে নাম, "পূর্ণিমাসুন্দরী"।
মেজ পিসে স্নেহে নাম রাখে, "ব্রজেশ্বরী" ॥
সেজ পিসে নাম রাখে, তুমি মা "সুলতা"।
ছোট পিসে রাখিয়াছে নামটি "নমিতা" ॥
বিভু পিসি রাখিয়াছে নাম "কুন্দফুল"।
আদিদাদা রাখিয়াছে, নামটি "শিমুল" ॥
ক্ষুদুদাদা রাখে নাম, আদরে "ঊর্ম্মিলা"
ভামিনীদা স্নেহে নাম রাখিল "প্রমীলা" ॥
মেজজ্যাঠাই রাখে নাম, "সিমন্তে সিন্দূর"।
সেজজ্যাঠাই রাখিয়াছে, "বাঁশরীর সুর" ॥
ছোটজ্যাঠাই রাখিয়াছে, "অদিতা সুন্দরী"।
শান্তি ভাইঝি রাখিয়াছে নামটি "মাধুরী" ॥
বড়মা রাখেন নাম, "দরিদ্রের ধন"।
বড়দাদু নাম রাখেন, "দুঃখ নিবারণ" ॥
মেজদাদু নাম রাখেন, "বসন্ত-বাহার"।
ছোটদাদু রাখে নাম, "পারিজাত হার" ॥
বড়দিমা নাম রাখে, "স্নিগ্ধ গোলাপফুল"।
মেজদিদিমা রাখে নাম, "কাণে হীরের দুল" ॥
ছোটদিদিমা নাম রাখে, "মাথার পমেটম"।
নতুনদি'মা রাখে নাম, "মলয় পবন" ॥
ক'নেদি'মা নাম রাখে, "শান্তি হেয়ারলিন"।
পুষ্পদি'মা রাখে নাম, "পদ্মকুন্তলীন" ॥

বড়দি'মণি নাম রাখে, "মণি কোহিনুর"।
মেজদি'মণি রাখে নাম, "বেদানা আঙুর" ॥
বড়দা'বাবু নাম রাখেন, "বেল ফুলের ছড়ি"।
মেজদা'বাবু রাখেন নাম, "হাতে সোনার ঘড়ি" ॥
রাঙাদাদু নাম রাখে, "স্বর্গের কিন্নরী"।
বড়মামা রাখে নাম, "পিযূস সুন্দরী" ॥
মেজমামা নাম স্নেহে রেখেছে, "প্রিসিলা"।
সেজমামা রাখিয়াছে স্নেহের "রমলা" ॥
প্রফুল্লমামা নাম রাখে, "সোফিয়া আমার"।
আদরের "এমিলিয়া" অমূল্য মামার ॥
সুশীল মামা রাখিয়াছে, নাম "ভিক্টোরিয়া"।
হারুমামা স্নেহে নাম, রাখিল "সুপ্রিয়া" ॥
সুকুমামা নাম রাখে "আশার মমতা"।
কালীমামা রাখে নাম, "লজ্জাবতী লতা" ॥
ভূপেনমামা নাম রাখে, "সোনার বিজলী"।
মণিমামা রাখে নাম, "স্নেহের শ্যামলী" ॥
তারামামা নাম রাখে, "তুইরে হরিণী"।
কৃষ্ণমামা রাখে নাম, "যমুনা তটিনী" ॥
গুরুধন নাম রাখে, "মাসি মোমতাজ"।
ঝণ্টুবুড়ী নাম দিল, "লক্ষ্মী মাসি" আজ ॥
বুড়ীমাসি নাম রাখে, "স্নেহের সুরুচি"।
ষষ্ঠীমাসি রাখে নাম, "দেবেন্দ্রের শচী" ॥

রেণুমাসি নাম রাখে, তুইলো "উর্ব্বশী"।
গীতা রাখিয়াছে নাম, "শরতের শশী" ॥
অশ্রু মাসি নাম রাখে, "নিরুপমা দেবী"।
মলিনা মাসিমা রাখে, "সোনার বিটপী" ॥
রাখিল সরযূ মাসি, নাম "করমেতি"।
সরসী মাসি নাম রাখে "অনুপমা সতী" ॥
সরলা মাসি নাম রাখে আদরে "নিহার"।
পদ্মা মামি রাখিয়াছে, স্নেহে "তারার হার" ॥
স্নেহ মামি নাম রাখে, "বেল ফুলের মালা"।
সরোজ মামি রাখে নাম, "হীরে মতির বালা" ॥
অপূর্ব্বসুন্দরী মামি, নাম রাখে "মেরি"।
পুষ্পমামি রাখে নাম, "অলকা সুন্দরী" ॥
অমিয় মামিমা নাম রেখেছে "অশোকা"।
নির্ম্মল মামি রাখিয়াছে নাম "নেহারিকা" ॥
প্রতিমা মামিমা নাম, রাখিয়াছে "ডলি"।
বড় দিদিমা স্নেহে নাম, রেখেছিলেন "ফুলি" ॥
সকলের বড় দাদামহাশয় যিনি।
আদরে রাখেন নাম, "বাসন্তিকা রাণী" ॥
সত্যেন দাদা রাখিয়াছে, নাম "সুপ্রতিমা"।
অমর দাদা স্নেহে নাম রাখিল "শোভনা" ॥
সৌরেন দাদা নাম রাখে, "অপর্ণা আমার"।
ভোতন দাদা রাখে নাম, "মুকুতার হার" ॥

সেজ দিদিমা রেখেছেন, "অম্বুজ বরণী"।
ছোট দিদিমা নাম রাখে, "গিরি নির্ঝরিণী" ॥
সুধীর মামা রাখে নাম, "কমল কলিকা"।
প্রভাত দাদা স্নেহে নাম রেখেছে "মণিকা" ॥
মুকু মামা নাম রাখে, "বীণার ঝঙ্কার"।
মুণ্টিমামা রাখে নাম, "পাতার বাহার" ॥
অনাথ মামা নাম রাখে, "মধুর ভাষিণী"।
বিলাই মামা রাখে নাম, "চারু সুহাসিনী" ॥
রমেন মামা নাম রাখে, "বিজন বাসিনী"।
রণু মামা রাখে নাম, তুমি "সুরঙ্গিনী" ॥
লিলি মাসি নাম রাখে, "উজ্জ্বল সঙ্গিনী"।
প্রতিমা রাখিল নাম, "তারা বিলাসিনী" ॥
মিনা মাসি নাম রাখে, "মদনের রতি"।
মাধুরী রাখিল নাম, "দময়ন্তি সতী" ॥
মানসী রেখেছে নাম, "লবঙ্গলতিকা"।
মিহির রেখেছে নাম, "কিশোরি" বালিকা ॥
অজিত রেখেছে নাম, "শান্তি তুমি ধীরা"।
দিলীপ রাখিল নাম, দিদি তুমি "নীরা" ॥
অবনী মামা নাম রাখে, "দেবলা সুন্দরী"।
ভোতন মামি রাখে নাম, "তুমি বিদ্যাধরী" ॥
মাকড় মামা নাম রাখে, "কুসুম কুমারী"।
টুনু মাসি নাম রাখে, "ললিতা সুন্দরী" ॥

বড় মা রাখেন নাম, "শান্তিলতামণি"।
লাল বাবু নাম রাখেন, "সুনীলিমা রাণী" ॥
পটল দাহু রাখে নাম, "গোলাপী আতর"।
ফণি মামা নাম রাখে, "মা জননী মোর" ॥
বলাই দাহু নাম রাখে, "ঘড়ির লকেটখানি"।
মণি দিদি রাখে নাম, "নয়ন ভুলানি" ॥
সুবোধ দাহু স্নেহে নাম রাখে "শতদল"।
ধন্নু দাহু রাখে নাম, "সোনার কমল" ॥
শৈল দিদি রাখিয়াছে, "কুন্তল বাহার"।
প্রভা দিদি রাখিয়াছে, নাম "রত্নহার" ॥
বিনা দিদি রাখিয়াছে, "সতিনী নাগিনী"।
বুড়ী দিদি নাম রাখে, "করুণা রূপিণী" ॥
বিজন দিদি রাখে নাম, "কাবুলি বাদাম"।
লাটু মামা স্নেহে নাম রাখে, "নুরজাহান" ॥
ফটিক মামা রাখিয়াছে নাম "সূর্য্যমুখী"।
শিবু মাসি "শক্তি" নাম, স্নেহে দিল রাখি ॥
টুনু মাসি নাম রাখে, "তপ্ত গোলাপ জাম"।
ফাতন মাসি রাখিয়াছে, "সুচরিতা নাম" ॥
তারা মামা রাখিয়াছে, "শোভনার সার"।
গিরিজামামা রাখে নাম, "কুমুদ কহ্লার" ॥
ঘেটু মামা রাখিয়াছে, নাম "অপরাজিতা"।
আশা মাসি রেখে দিল, নাম "কনকলতা" ॥

চিন মামা নাম রাখে, "শান্তি বাবু তুমি"।
সত্য মামা রাখে নাম, "জগৎ জননী" ॥
কমল মাসি নাম রাখে, "আকাশের তারা"।
নিলু মামা রাখে নাম, "হাসির ফোয়ারা" ॥
কাশীর ঝি-মা নাম রাখে, "সুভদ্রা রতন"।
দুর্গা দাদা রাখে নাম, "তুলাবতী ধন" ॥
জামমণি নাম রাখে, "আনন্দ বাজার"।
নির্ম্মল ঝি-মা রাখে নাম, "কোকিলা আমার" ॥
প্রাণ্টুমণি নাম রাখে, "সাধনা জননী"।
মণ্টুধন রাখে নাম, "বিদ্যুৎ বরণী" ॥
গঙ্গমেসো রাখিয়াছে, নামটি "ভারতী"।
বন্ধু মাসি স্নেহে নাম, রেখেছে "সুকৃতি" ॥
ইন্দু দাদা নাম রাখে, "গরবিনী রাণী"।
যোগেন রাখিল নাম, "চির সোহাগিনী" ॥
নগেন দাদা নাম রাখে, "আদরিণী ক'নে"।
শৈল দাদা "উমা" নাম, রাখিল যতনে ॥
বিভূতিদা নাম রাখে, "মুনি-মন ভোলানি"।
সমাজপতি দাদা নাম রাখেন "কল্যাণী" ॥
বড় ঝি-মা নাম রাখে, "অপূর্ব্ব সুন্দরী"।
রাণী দি'মা রাখে নাম, "বিমল কুমারী" ॥
তোতা দাদা রাখে নাম, "মালতী বকুল"।
ভোঁদা দাদা নাম রাখে, "কাণে চাঁপার ফুল" ॥

কিরণ দি'মা নাম রাখে, "নয়নে কাজল"।
ননী দি'মা রাখে নাম, "পাকা লকেটফল"॥
হিরণ দি'মা নাম রাখে, "স্নেহের সরমা"।
রাখিল পারুল দি'মা নামটি "সুষমা"॥
নিলু দি'মা রাখে নাম, "লক্ষ্মী নারায়ণী"।
কমল দি'মা নাম রাখে, "প্রেম মন্দাকিনী"॥
বিমল দি'মা রাখে নাম, তুইলো "ষোড়শী"।
পাটুল দি'মা রাখিয়াছে, "স্বর্গ-গরিয়সী"॥
শুদ্ধানন্দ মামা রাখে, "দীনের জননী"।
প্রিয়বন্ধু রানু রাখে, "পতি সোহাগিনী"॥
মনের-কথা গৌরি রাখে, "হৃদয় পুতলি"।
ভালবেসে বন্ধু লীলা, নাম দিল "জলি"॥
বন্ধু অরুণা নাম রেখেছে, "কল্পনা"।
মাদ্রাজি বন্ধু জয়া, রাখিল "গরিমা"॥
পাঁটুদিদি স্নেহে নাম, রেখেছে "প্রভাতি"।
বুঁচুদিদি রাখিয়াছে, নাম "অরুন্ধতি"॥
সুশীলা দিদিমা রাখে, "আশার লহরী"।
ব্রজমেসো রাখিয়াছে, "তুষার সুন্দরী"॥
প্রতিভা বৌদিদি রাখে, "কি অপূর্ব্ব ছবি"।
হরিদি'মা রাখিয়াছে, "নভেলিষ্ট কবি"॥
কুমুদ ঝি-মা রাখিয়াছে, "ইলিনর" নাম।
শরৎ ঝি-মা রাখিয়াছে, নামটি "সুতান"॥

ওজি দাদাবাবু নাম, রাখে "ক্ষণপ্রভা"।
বন্ধু লিলি ভালবেসে নাম দিল "নিভা"॥
কুসুম দিদি নাম রাখে, "লক্ষ্মীর পঁ্যাটারি"।
মতি দি'মা রাখিয়াছে, "অন্নপূর্ণেশ্বরী"॥
প্যারিদাদা রাখিয়াছে, নাম "শৈবলিনী"।
রাশিতে উঠেছে নাম, "লীলা তরঙ্গিনী"॥
শান্তির নাম পূর্ণ হ'ল এইবার।
পাঠক পাঠিকাগণে, করি নমস্কার॥
পদধূলি দেহ সবে শান্তিকে আমার।
মা বাপের কোলে সুখে রহে অনিবার॥
পতি-সোহাগিনী হয়ে, কাটায় জীবন।
ভাইটীর প্রতি স্নেহ রাখে সর্ব্বক্ষণ॥
শ্বশুর শাশুড়ী পদ পূজে ভক্তি ভরে।
দেবর দু'টিকে বাঁধে স্নেহ-প্রীতি ডোরে॥
ভাশুরের পুত্র কন্যা স্নেহের পুত্তলি।
স্নেহভরে ভালবেসে লয় কোলে তুলি॥
ভাশুর ও দিদিদের দেয় ভক্তি প্রীতি।
গুরুজন সকলের পদে করে নতি॥
দাস দাসী সকলেরে যেন ভালবাসে।
পতি-প্রেমে প্রাণখানি সদা যেন ভাসে॥
না পশে দুঃখের লেশ যেন ও হিয়ায়।
ধর্ম্ম, অর্থ, যশ, মান, উভয়েতে পায়॥

পতি পুত্র লয়ে সদা সুখে করে ঘর।
দরিদ্র সেবায় প্রাণ ঢালে নিরন্তর॥
ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেয় পিপাসার জল।
ভয়ার্ত্তে অভয় দিয়ে দেয় স্নেহ কোল॥
পরদুঃখে ঝরে যেন নয়নের বারি।
হৃদয়ে সদাই থাকে "উজ্জ্বল" মুরারি॥
স্বার্থ চিন্তা কভু যেন নাহি স্থান পায়।
শান্তির অমিয় ধারা বহে ও হিয়ায়॥
বাক্সভরা টাকা হয় গোলাভরা ধান।
দেশে যেন ভরে যায় অন্নপূর্ণা নাম॥
বরকে রাখিবে সদা বাঁধিয়া অঞ্চলে।
রাখিবে অঞ্জন ক'রে নয়ন যুগলে॥
মালতি মালার মত রাখিবে গলায়।
তিলমাত্র ছাড়া ছাড়ি যেন নাহি হয়॥
জগদীশ! এ সকলি করো তুমি দান।
তার সঙ্গে রেখে দিও দিদিমায়ের টান॥

স্নেহাশীষ

আজি এই শুভদিনে,
তোমারে কি দিব আর !
দগ্ধ প্রাণে শান্তিবারি,
আমার নিলিমা হার ॥
ফুল্লমুখী এলোকেশী,
আদরিনী তুই আমার ।
ছুটে ছুটে চলে আসে,
মুখে পড়ে কেশভার ॥
অমিয় মুখেতে হাসি,
চুমো খেয়ে আসে কোলে
আমার এ শান্তিরাণী,
কাল মাথা এলো চুলে ॥

উড়িতেছে সমীরণে,
চরণ চুম্বিত চুল।
এলোচুলে সারাবাড়ী
খেলা করে নাহি ভুল ॥
নাহি আজ হৃদাকাশে,
বিষাদের কাল ছায়া।
তোর সুখে বহিতেছে,
হৃদয়ে মধুর হাওয়া ॥
শান্তি-তারা মিশিয়াছে
দুটি প্রাণ এক হ'য়ে।
পবিত্র প্রণয় মালা
পরেছে প্রফুল্ল হ'য়ে ॥
সেজেছিস্ নব সাজে,
দাঁড়ায়ে পতির পাশে।
চারুচন্দ্রা নিভাননী,
কি মাধুরী মুখে ভাসে ॥
আজি চারু হেমরূপে
পদ্ম মুখী মনোরমা।
শিহরে পরাণ মম,
তোরে হেরে 'শান্তি' ওমা ॥
তোর কচি বক্ষে আজি,
দুলিছে মালতিমালা।

অলকে কেতকী হার,
মরি কি শোভিছ বালা ॥
হেম আভরণ গুলি
অঙ্গে তোর সুশোভিছে।
ললাটে সিন্দুর বিন্দু,
কিবা শোভা হইয়াছে ॥
শরীর হৃদয় মন,
আজি হ'তে মা আমার,
তোমারি দেবতা পদে
স'পে দাও অনিবার ॥
দেখ্ আজি তোর তরে
পিকবর গান গায়।
তুষিতে তোমার প্রাণ
ভ্রমর গুঞ্জরি যায় ॥
ওই দেখ মা আমার,
তোমার হৃদয়-রাজে।
পদ্ম মুখী হেনা গন্ধে,
প্রেমের বাঁশরী বাজে ॥
সহকার বিজড়িত
ফুল্ল মুখী "শান্তিলতা"।
দেবের চরণে তোর
হোস্ মাগো অবনতা ॥

আজি মম মরমের,
এই আশীর্ব্বাদ বাণী।
তোমার অন্তরে যেন,
পশে ওমা "শান্তিরাণী" ॥
আজি হইয়াছে মম
ভগ্ন গৃহে পুনরায়।
হিরণ্যের রাজ্য পাট,
হাসিতেছে সুষমায় ॥
তাই আজি ভগ্ন প্রাণে
আনন্দের স্রোত বয়।
আজি এ পবিত্র দিনে
কি আনন্দ মধুময় ॥
আজি এই শুভদিনে
আয় কোলে শান্তিরাণী।
দেখিরে মনের সাধে,
তব স্নেহ মুখখানি ॥
নাতিনী আনন্দময়ী,
জগতে আমায় তুমি,
জুড়ায়েছ স্নেহসারে,
তপ্ত হৃদি মরুভূমি ॥
এ মরমে জ্বলিত মা,
দীপ্ত বহ্নি সাহারার।

তোমরা যুগলে আজি,
ঢালিলে অমৃতসার ॥
নয়নে অমৃত রাশি,
তুইলো স্নেহের মণি,
লজ্জিত কমলারূপে,
পূর্ণ চন্দ্র নিভাননী ॥
স্নেহ মমতার লতা,
আদরের আদরিণী।
পবিত্রতাময়ী তুমি,
সোহাগের সোহাগিনী ॥
পূর্ণচন্দ্র রুচি যথা,
স্ফুরিত মা নীলাম্বরে।
প্রফুল্ল পঙ্কজ মুখে,
যথা মা অমিয় ঝরে ॥
সেইরূপে স্নেহ-দৃপ্ত,
তব মুখে অবিরল ;
ফুটে মা করুণা প্রভা,
ঝরে মা স্নেহের জল ॥
এ দরিদ্রা কণ্ঠে বুড়ু
তুই যে রে অনিবার।
শত-চন্দ্র-করোজ্জ্বল
মণি-মরকত হার ॥

আজি এই শুভদিনে,
চির পবিত্রতাময়।
তোরি তরে আজ শান্তি,
এ উৎসব সমুদয়॥
দেখ্ শান্তি তোর তরে,
আজি এই নিকেতন।
সাজিয়াছে ফুলে ফলে,
যেন রম্য কুঞ্জবন॥
চারিদিকে বিজড়িত,
চারু-ফুল্ল লতা-হার।
তারি মাঝে শোভাময়ী
ফুল রাণী তুই আমার॥
ফুল হারে লতা দামে,
কারুকার্য্য অতুলন।
কি বিচিত্র শোভা শান্তি,
করিতেছে বিকিরণ॥
চারিদিকে ফলে ফুলে,
হাসে শোভা বিনোদিনী।
মূর্ত্তিমতী শোভা আজি,
চিত্র-ধ্বজ পতাকিনী॥
চিত্রিত কুসুমে শোভে,
চন্দ্রাতপ মনোহর।

যেন ফুল্ল তারারাজি,
উন্মিলীত নীলাম্বর ॥
নানা চিত্রে বিচিত্রতা,
খচিত কুসুমে ফলে।
রঞ্জিত কতই সাজে,
হইয়াছে সভাতলে ॥
আজি এই শুভদিনে,
তোমায় পরের করে।
অক্ষয় বেষ্টন দিয়ে,
বাঁধিলাম ফুলহারে ॥
এ বার' বৎসর তোর,
ছিল রে মায়ের কোল
পিতার আদর স্নেহ,
ঝরিত মা অবিরল ॥
ভাইটীর ভালবাসা,
দিদিমার স্নেহাদর।
পুতলি লইয়ে মাগো
বেঁধেছিলে খেলাঘর ॥
জীবনের সাথী সনে,
নতুন জীবন তরে।
যেতে তোরে হবে আজ,
তোরি মা আপন ঘরে

যেখানে মা যাবি আজ,
সেই তোর কর্ম্মভূমি।
নারীর সাধন সেই,
সদা মনে রেখ তুমি ॥
এক মনে এক প্রাণে,
স্নেহের এ দু'টি ফুলে,
রেখ সদা ভগবান
বিপথে না যায় ভুলে ॥

আবাহন

উজ্জল করিয়া হৃদয় মোদের,
এস ভুবনমোহন বেশে।
আমরা হরষে রয়েছি বসিয়া,
তোমার আসার আশে॥

প্রাণভরা প্রেম ল'য়ে এস তুমি,
মুখে লাজ হাসি আঁকিয়া।
এস আলোকিয়া কুঞ্জ কুটীর,
গাহিছে দোয়েল পাপিয়া॥

এস আমাদের সাধনার ধন,
এস ওগো ত্বরা কর্ম্মবীর।
এস হাসি মুখে, প্রেমভরা বুকে,
এস, প্রাণপ্রিয় "শান্তি"টির

মূর্চ্ছিত-হৃদি-মুরজ তন্ত্রে,
তুলি কোকিলের তান।
এস "উজ্জ্বল" কুঞ্জ-কাননে,
গাহিয়া প্রেমের গান॥

"শান্তির" নীল আঁখিটীর সনে,
মিলাও তোমার আঁখি।
পুলকে ব্যাকুল হৃদয় দু'টি,
মিলন সুখের লাগি॥

এস "উজ্জ্বল" এস সুন্দর,
এস, "শান্তির" পরাণ-প্রিয়।
পাণ্ডুর ওই গণ্ডযুগল,
সোহাগ তুলিতে রাঙিয়া দিও॥

বিরহিনী বেশ ঘুচায়ে আজ,
পরাও প্রেমের হার।
এস হাসি মুখে প্রেমিক রতন,
খোলা এ কুটীর দ্বার॥

উজ্জ্বল এল

উজ্জ্বল এল, বাড়ী মাতলো।
শান্তিরাণী হাসে।
ভাব্‌ছে মনে, কতক্ষণে
বস্‌বে বরের পাশে॥
উজ্জ্বল বাবু মনটি কাবু
সয় না দেরী আর।
কতক্ষণে শান্তি-মালা,
কর্‌বে কণ্ঠহার॥
গোঁফের পাশে মিঠে হাসি,
যাচ্ছে ঝলক দিয়ে।
মনের মতন পেলে রতন,
হৃদয় বদল দিয়ে॥
আজকে আমি তোমায় তারু,
বল্‌ছি ক'টি কথা।
শুন্‌লে পরে বুঝবে দি'মার
দগ্ধ প্রাণের ব্যথা॥

চির দিনটা কেঁদে কেঁদে,
গেছে আমার ভাই।
আজ্‌কে এমন সুখের দিনে,
হাঁস্‌তে কেবল চাই ॥
ছাই-ভস্ম আমার এ গান,
দেবার মতন নয়।
ঘৃণায় যদি দাও ফেলে ভাই,
তাইতে মনে ভয়।
যা কর তাই কর্‌বে তুমি,
এবার আমার শেষ।
যুগল-পদে প্রণাম আমার,
দয়াল পরমেশ ॥

স্নেহ-উপহার

দাঁড়াও আসিয়া কাছে "উজ্জ্বল" রতন।
তোমারে হেরিয়া আজ জুড়াল নয়ন ॥
শান্তি ধন তব করে
অর্পিলাম সমাদরে,
শরতের শশী জিনি অমুল্য রতন।
যতনে আদরে তুমি করিও গ্রহণ ॥

মা বাবার সর্‌বস্ব, শান্তিকে আমার।
ভালবেসে রেখ কাছে, সুখে অনিবার ॥
এ বার' বছর তার
ছিলনা সংসার ভার,
হেসে খেলে ছিল সদা, মা বাপের কোলে
দিদিমার বুকে সুখে, ছিল কুতূহলে

কোমল কলিকা সম স্নেহের পুতলি।
পাইলে তোমার স্নেহ সব যাবে ভুলি॥
যদি কভু দোষ করে,
ক্ষমিও সদয়ে তারে,
শিখাইয়া দিও সদা, নীতি কথা বোলে।
রেখ তারু, স্নেহাদরে তব পদতলে॥

রত্ন ধন কিছু নাই, এই অভাগীর।
স্মরণে সকল কথা, চক্ষে বহে নীর॥
মা বাবার সর্বস্বে
তোমায় দিলেন হর্ষে,
জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, "উজ্জ্বল" রতন।
মহামূল্য নিধি আজ করগো গ্রহণ॥

শান্তির বিনিময়ে পাইনু তোমায়।
রাজ রাজ্যেশ্বর হ'য়ে থাকিও ধরায়॥
হিংসা দ্বেষ, স্বার্থ সুখ
পশেনা অন্তরে দুখ,
দরিদ্রের দুঃখে সদা প্রাণ যেন গলে।
আত্মীয় স্বজন লয়ে থাক কুতূহলে॥

শান্তি যে কি ধন মোর, কি জানিবে পরে।
ভাষায় পাইনে খুঁজে, বলিব কি ক'রে ॥
দেখি আজ চেষ্টা করি,
বর্ণিতে পারি কি হারি ;
বর্ণনা আমার যদি ভাল নাহি হয়,
তুমিই সারিয়া নিও, হইয়ে সদয় ॥

করিতেছি আশীর্ব্বাদ আনন্দ অন্তরে।
হইবে উভয়ে সুখী, থাকিয়া সংসারে ॥
কি বলিব আমি আর,
সাধ্য কিবা বলিবার,
ঈশ্বর মঙ্গলময়, রাখিও স্মরণ।
সুখে দুখে তাঁরি পদে সঁপিও জীবন ॥

শান্তি আমার কে

(১)

কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ?
শান্তি আমার সর্ব্বস্ব ধন, সকল ধনের সার ॥
শান্তি আমার নয়ন মণি, শান্তি দেহের প্রাণ।
শান্তি আমার মাথার মুকুট, শান্তি কাণের কাণ ॥
শান্তি আমার ফুল চিরুণি, শান্তি মাথার বিনা।
শান্তি আমার ঝাপটা সিঁথি, শান্তি গলার দানা ॥
শান্তি আমার নাকের নোলক, হাতের তাগা বালা।
শান্তি আমার তাবিজ বাজু, গলায় মতির মালা ॥
শান্তি আমার চুড়ি ব্রেস্‌লেট, শান্তি রতনচূর।
শান্তি আমার মোহর গিণি, শান্তি কোহিনুর ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার পুষ্পহার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(২)

শান্তি আমার হীরের টায়রা, শান্তি হেয়ার পিন্।
শান্তি আমার মুক্তর শেলি, শান্তি ইয়ারিন ॥

শান্তি আমার ইন্দ্রজাল, কাণের বেল কুঁড়ী
শান্তি আমার যশম বাঁক, শান্তি চেইন চুড়ী ॥
শান্তি আমার বাদলার মালা, শান্তি ঝুম্‌কো ফুল।
শান্তি আমার ইয়ার টপ্, শান্তি হীরের দুল ॥
শান্তি আমার বুকের ব্রুচ, শান্তি হাতের ঘড়ি।
শান্তি আমার তাড় দু'খানি, বাউটী স্থটের চুড়ী ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার পাটীহার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(৩)

শান্তি আমার পায়ের তোড়া, ঘুঙুর গাঁথা মল।
শান্তি আমার চরণ-পদ্ম, হাতের মটর ফল ॥
শান্তি আমার গলার চিক, বাঁশ গাঁটের রুলি।
দশ আঙুলের আংটি শান্তি, গলাতে মাতুলি ॥
শান্তি আমার নাক-ছাবিটি, কাণের প্রজাপতি।
শান্তি আমার ফুলঝুম্‌কো, কাণবালাতে মতি ॥
শান্তি আমার গুজরি পঞ্চম, চুটকি পাঁইজোর।
শান্তি আমার কোমরপাটা, শান্তি আমার বোর ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার চেইন হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(৪)

শান্তি আমার জ্যাকেট বডি, শান্তি জাপান সাড়ী।
শান্তি আমার সেমিজ ব্লাউস্, বেল ফুলের ছড়ি ॥

শান্তি আমার তসর গরদ, গায়ের নামাবলী।
শান্তি আমার সকাল সন্ধ্যায় হরি নামের ঝুলি ॥
শান্তি আমার ফরেশডাঙ্গার কালা পেড়ে ধূতি।
শান্তি আমার আঁধার ঘরে ইলেক্‌ট্রিক্ বাতি ॥
শান্তি আমার অটো-ডি-রোজ, শান্তি কুন্তলীন।
শান্তি আমার মুখের শোভা, সাধের তাম্বুলিন ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার তারাহার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(৫)

শান্তি আমার পাউডার ব্লুম, মনমোহিনী টিপ্।
শান্তি আমার তরল আলতা, পালিস্ পাতার চিক্ ॥
শান্তি আমার চিরুণী ব্রুস্, শান্তি সেপ্টিপিন্।
শান্তি আমার চোখের সুরমা, শান্তি হেয়ারলিন ॥
শান্তি আমার কাশীর সূর্ত্তী, তাম্বুল বিহার।
শান্তি আমার কস্‌মেটিক্, কুন্তলবাহার ॥
শান্তি আমার টুথ-পাউডার, ভিনোলিয়া ক্রীম।
শান্তি আমার পিয়ার সোপ্, শান্তি আলপিন্ ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার বেণী হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(৬)

লক্ষ্ণৌর জর্দ্দা শান্তি, বাঁকিপুরের পান।
শান্তি আমার গয়ার তামাক, কৈখালির মান ॥

শান্তি আমার আয়না চিরুণ, শান্তি সিঁথের সিঁদুর।
শান্তি আমার মছলন্দের রঙিনা মাদুর ॥
শান্তি আমার সখের গাড়ী, ফিটন্ টম্‌টম্।
শান্তি আমার ম্যাকেসার অয়েল, আর পমেটম্ ॥
শান্তি আমার চতুর্দ্দোলা, আটঘোড়ার গাড়ী।
শান্তি আমার চৌরঙ্গিতে বিউটী বাগান বাড়ী ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার বিছে হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(৭)

বৈশাখ মাসে শান্তি আমার, ভরা ফুলের সাজি।
জ্যৈষ্ঠ মাসে শান্তি আমার, আমের সঙ্গে চাঁছি ॥
আষাঢ় মাসে শান্তি আমার, মিষ্টি কাঁটাল-কোয়া।
শ্রাবণ মাসে শান্তি আমার, মিঠে বাদল হাওয়া ॥
ভাদ্র মাসে শান্তি আমার, পাকা তালের ধামা।
আশ্বিন্ মাসে শান্তি আমার, নূতন কাপড় জামা ॥
কার্ত্তিক মাসে শান্তি আমার, ভাই ফোঁটার সুখ।
অগ্রাণেতে নবান্ন পাই, চুমি শান্তির মুখ ॥
পৌষ মাসে দারুণ শীতে, শান্তিরাণী মোর।
লেপটী হ'য়ে জুড়ায় হিয়ে, কাটায় শীতের ঘোর ॥
মাঘ মাসে শান্তি আমার, শ্রীপঞ্চমী তিথি।
ফাল্গুন মাসে শান্তি আমার, দোল খেলার সাথী ॥

চৈত্র মাসে শান্তি আমার, কচি আমের ঝোল।
ঘুমের সময় শান্তি আমার, মায়ের স্নেহ কোল॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার নেক্‌লেস হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার॥

(৮)

শান্তি আমার স্নেহে মাতা, যত্নেতে ভগিনী।
পালন কর্ত্তে শান্তি পিতা, খেলাতে সঙ্গিনী॥
ভাবের সময় সুহৃদ শান্তি, পরামর্শে ভাই।
সোহাগ কর্ত্তে শান্তি পতি, কোথাও এমন নাই॥
আপ্যায়িতে কুটুম শান্তি, পরিচর্য্যায় দাসী।
গানের সময় শান্তি আমার ক্ল্যারিয়নেট্ বাঁশী॥
মানের সময় নূতন ক'নে, রহস্যে নাতিনী।
ঝগড়া কর্ব্বার সময় আমার শান্তিটি সতিনী॥
আঁচল ধরে ঘোরে যখন, শান্তি তখন মেয়ে।
বুক জুড়াবার সময় শান্তি, বেশী ছেলের চেয়ে॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার ক্যেব্‌ল্‌ হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার॥

(৯)

শান্তি আমার গ্রীষ্মকালে, ঘরে মোয়া ঘোল।
শান্তি আমার দোয়াদশীর, কচি ডাবের জল॥
শান্তি আমার বর্ষাকালে, চাল ছোলা ভাজা।
শান্তি আমার মুখের রুচি, খাস্তা জিবে গজা॥

শান্তি আমার চিনে বাদাম, শান্তি চানাচুর।
শান্তি আমার কাবুলের বেদানা আঙুর ॥
শান্তি আমার কটকের মনোহর ছড়ি।
শান্তি আমার হাওয়া খাবার, সাধের মটর গাড়ী ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার কড়ি হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(১০)

শান্তি আমার ছানার পায়েস, শান্তি মুগের পুলি।
শান্তি আমার পাঁপর ভাজা, ছাঁচি পানের খিলি ॥
শান্তি আমার ঢাকাই শাঁখা, হাতের শোভা নোয়া।
শান্তি আমার পয়ড়া গুড়, জয়নগরের মোয়া ॥
মজফরপুরের লিচু শান্তি, মালদহের আম।
মধুপুরের হাওয়া শান্তি আমার অবিরাম ॥
রাজসাইয়ের রাঘবসাই, আমার শান্তিমণি।
শান্তি আমার জৈনদের বাদাম কাৎলিখানি ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার দমা হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(১১)

বর্দ্ধমানের মিহিদানা, আর সীতা ভোগ।
শান্তিরাণী আমার ওগো, মোগলাই মোহনভোগ ॥
কাশীধামের রাবড়ী শান্তি, আর চেলীর সাড়ী।
শান্তি আমার দগ্ধ প্রাণে, মরুভূমির বারি ॥

মহেশপুরের আমসত্ত্ব, গয়াধামের প্যাঁড়া।
বালুচরের শান্তি আমার হচ্ছে ছানার বড়া॥
কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া, কাঁদীর মতিচূর।
শান্তি আমার গৈবীর জল, ধনেখালি-খৈচুর॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার বিস্কুট হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার॥

(১২)

বৃন্দাবনের ছোলা ভাজা রামপালের কলা।
চিকন্দীর ক্ষীর শান্তি, তারকেশ্বরের ওলা॥
দারজিলিঙ্গের কফি কড়াই, ফতুল্লার চিঁড়া।
চাকদার পটল শান্তি, চিত্র করা পিঁড়া॥
শান্তি আমার লালবাগের, কাঁচা মিঠে আম।
বারুইপুরের শান্তিরাণী, আমার গোলাপ জাম॥
জনায়ের মনোহরা, নৈনিতালের আলু।
মুড়োগাছার জিলিপি শান্তি, বোখরার শাঁকআলু॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার হেঁসোহার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার॥

(১৩)

মুর্শিদাবাদের বালাপোষ, কাশ্মীরের শাল।
শান্তি আমার রাঁচির পেঁপে, খাগড়াই পদ্মথাল॥
মানকরের কদ্‌মা শান্তি, কাবুলের মেওয়া।
পুরীধামে শান্তি আমার, মহাপ্রসাদ খাওয়া॥

হাজারি পাটালি শান্তি, জয়পুরের পাথর।
শান্তি ঢাকার ঢাকেশ্বরি, অমৃতি ও কাপড় ॥
সিলেটের কমলালেবু, ব্যারেলার মুড়ী।
হরিদ্বারে শান্তি আমার, পাথরের নুড়ি ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার দড়া হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(১৪)

গোয়ালন্দের তরমুজ শান্তি, ফরিদপুরের আক।
বালুচরের শান্তি আমার, মটর কলাই শাক ॥
লক্ষ্ণৌর খোরমুজা শান্তি, বোম্বাইয়ের কুল।
শান্তি আমার বাগান আলো, সুবাস গোলাপ ফুল ॥
বদ্দিবাটীর কুমড়া শান্তি, কুরুক্ষেত্রের হ্রদ।
শান্তি আমার অভ্র-চুমী এভারেষ্ট পর্ব্বত ॥
খাগড়ার মুড়কী বাসন, বাজিৎপুরের পাটি।
বেহালার ডাব শান্তি, গড়ব্যাতার মাটি ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার হেলে হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(১৫)

বাগবাজারের রসগোল্লা আমার শান্তিরাণী।
গাজিপুরের গোলাপ জল আমার শান্তিমণি ॥
নাটোরের কাঁচাগোল্লা আমার শান্তি ধন।
ভীমনাগের সন্দেশ শান্তি দেখনা কেমন ॥

মেদ্‌নিপুরের আলতা যে গো আমার শান্তিলতা।
কথাগুলি মধুর যেন দোয়েল, কোকিল, তোতা ॥
সতী-শোভনা সিন্দূর শান্তি, গালের মিল্ক রোজ।
শান্তি আমার হেনা খস্‌ খস্‌, শান্তি দেলখোস ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার গোট হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(১৬)

মুর্শিদাবাদের আম হচ্ছে আমার শান্তিরাণী।
তসর, গরদ, শিল্ক, মটকা, আমার শান্তিমণি ॥
বস্‌রার গোলাপ শান্তি, সুগন্ধে অতুল।
কালুখালির বাঁধে শান্তি, সহাস শিমুল ॥
শিঙ্গাপুরের নারিকেল, কলা, শান্তিরাণী-ধন।
ডুব্‌রাজপুরের বাতাসা শান্তি, বড় মনোরম ॥
পারস্যের কারপেট শান্তি, অতি মনোহর।
সিরাজগঞ্জের পাট শান্তি, অতীব সুন্দর ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার বিনোদ হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(১৭)

কিস্‌নগঞ্জের বেগুন হচ্ছে শান্তিরাণী মোর।
রুদ্রপুরের লঙ্কা শান্তি, ঝালেতে বিভোর ॥
শান্তি আমার গরমলুচি, আলু পটল ভাজা।
শান্তি আমার কাহাল গাঁয়ের, টিক্‌লি ছানা খাজা ॥

কাশীর পেয়ারা শান্তি, ক্ষীরপাইয়ের শশা।
নবদ্বীপের শিঙাড়া শান্তি, খেতে লাগে খাসা॥
গুহ গ্রামের চাঁছি শান্তি, জানি ভাল মতে।
দম্‌দমার পানতুয়া, ভুল নাই তাতে॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার ফানস হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার॥

(১৮)

রংপুরের গুড় শান্তি, জানি চিরকাল।
মালদহের খাজা শান্তি, জিবে ঝরে লাল॥
আজিমগঞ্জের বরফি যে গো, আমার শান্তিরাণী।
দিঘাপতীর ক্ষীর শান্তি, ভালরূপে জানি॥
বলুটীর রসকরা, লাগলবন্ধের বেল।
শান্তি আমার মাথা ঠাণ্ডা, শ্রীগোপাল তেল॥
আরবের পান্থতরু, মৌসামিক বায়ু।
কিম্বারলের হীরকখনি, শান্তি আমার আয়ু॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার মতি হার।
*কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার॥

(১৯)

আগরার তাজমহল, আমার শান্তিরাণী।
শান্তি আমার সাগরের মণি মুক্তা চুণী॥
প্রাগধামে শান্তি আমার ত্রিবেণী সঙ্গম।
শান্তি আমার আর্য্যজাতির সভ্যতা ভূষণ॥

মথুরায় শান্তি আমার যমুনা হিল্লোল।
অযোধ্যায় শান্তি আমার সরযূ শীতল॥
নৈমিষারণ্যেতে শান্তি, সুমিষ্ট খাবার।
নিজে না দেখিলে গুণ বুঝিবে না তার॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার বাদাম হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার॥

(২০)

তালের পাটালি শান্তি, ডায়মণ্ডহারবার।
দারজিলিঙ্গের চা শান্তি, হুঁকা কুমিল্লার॥
হেভানার চুরট শান্তি, বোগদাদী খেজুর।
নোয়াখালির নারকেল শান্তি, তামাক রংপুর॥
পঞ্জাবের গম শান্তি, বরিশালের চাল।
কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরে'ল হল॥
কাশ্মীরের দৃশ্য শান্তি, গোলকুণ্ডার হীরা।
মস্কোর ঘণ্টা খানি হচ্ছে শান্তি মেরা॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার বকুল হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার॥

(২১)

সেলিমারের বাগান শান্তি, অজয়ন্তির গুহা।
দিল্লীর কুতবমিনার, বসন্তের হাওয়া॥
বরিশালের মুসুর ডাল, দেওয়ানীর খাস্।
মহিশূরের স্বর্ণখনি, কদম্বকেলি তাস॥

মিশরের পিরামিড, শান্তিরাণী ধন।
সীতাকুণ্ডের শান্তি আমার, উষ্ণ প্রস্রবন ॥
বর্ম্মার চুরুট শান্তি, কাঞ্চনপুরের ছুরি।
সুইজার সৌন্দর্য্য, আমার শান্তি বুড়ী ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার সীতাহার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(২২)

চাটগাঁয়ের ওল শান্তি, টেমস্ নদীর সেতু।
ব্যাবিলনের শূন্য-উদ্যান, আমার শান্তিকেতু ॥
কৃষ্ণনগরের মেটে পুতুল, ইজিপ্‌টের তূলা।
জোনেস্‌বার্গের স্বর্ণখনি, দেবীপুরের মূলা ॥
রোডস্ সাইপ্রাস্ পিতল মূর্ত্তি, আমার শান্তিমণি।
শান্তি আমার মেদিনীপুরের সখের মাদুর খানি ॥
ময়মনসিংহের শান্তি আমার তিল, সরষে, তিষি।
হুগলি জেলার শান্তি আমার চট, বস্তা, রসি ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার মটর হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(২৩)

টাঙ্গাইলের কাপড় শান্তি, পাবনার গম।
চুনারের খেলনা শান্তি, রাজসাহী রেশম ॥
হাবড়ায় শান্তি আমার কাগজের কল।
সরোবর মাঝে শান্তি, ফুটেছে কমল ॥

পাবনার আচার শান্তি, যশোরের কই।
ভাগলপুরে আমার শান্তি কামধেনু গাই ॥
হুবিগ্রেগুের এসেন্স্ শান্তি, মোল্লা-চকের দই।
বেহালার পাঁচন শান্তি, সত্য করে কই ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার সূর্য্যহার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(২৪)

শান্তি আমার রেস্লেট, আর মানতাসা।
শান্তি আমার আরম্লেট, শান্তি কাণের পাশা ॥
গোকুলে শান্তি আমার আনন্দ-নির্ঝর।
আজমীরে শান্তিরাণী হয়েছে পুষ্কর ॥
(ককেসাস্) জর্জ্জিয়ায় শান্তি মম সৌন্দর্য্যের খনি।
মৈত্রেয়ী সমান জ্ঞানে, মোর শান্তিরাণী ॥
মৈথিলী নারীর সমান নয়ন যুগল।
কেরলি অঙ্গনা সম, শান্তির কুন্তল ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার শেলিহার।
কেমন ক'রে ব'ল্ব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(২৫)

ব্রজবাসিনীর সম মধুর বচন।
অ্যারমানী সমান শান্তির গায়ের বরণ ॥
কর্ণাট-কামিনী সম শান্তির কোটিখানি।
উৎকল-কামিনী সম শান্তির উরু জানি ॥

চম্পক অঙ্গুলি সম শান্তির অঙ্গুলি।
ওষ্ঠ দু'খানি যেন, কমলের কলি॥
সুন্দরী আমার চোখে শান্তিটি যেমন।
অপরের চোখে বটে হবে না তেমন॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার বকুলস হার।
কেমন ক'রে ব'ল্‌ব আমি, শান্তি কে আমার॥

(২৬)

পাটনার হলুদ শান্তি, ধাপার পুঁইডাঁটা।
গুজাদিয়ার কাঁটাল শান্তি, মথুরার মাঠা॥
লাহোরের আসন শান্তি, রেঙ্গুনের ছাতা।
কল্পতরু সমান আমার, শান্তিরাণী দাতা॥
মগরা হাটের গুড় হচ্ছে মোর শান্তিরাণী।
চাঁদপুরের সুপারি শান্তি, ভাল রকম জানি॥
উলুকান্দায় শান্তি আমার, বেঁউচ আর গাব।
গল্পের সময় শান্তিরাণীর আমার সনে ভাব॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার কণ্ঠহার।
কেমন ক'রে ব'ল্‌ব আমি, শান্তি কে আমার॥

(২৭)

কোরিয়ার মোছলিয়াম, চীনের প্রাচীর।
অলিম্পিয়ার জুপিটার ও ডায়েনার মন্দির॥
আলেকজান্দ্রিয়ার আলোক মঞ্চ, আমার শান্তি বুড়ী।
নায়েগ্রার জলপ্রপাত, শান্তিপুরের সাড়ী॥

শান্তি আমার হচ্ছে কাগজ, টিটাগড়, ইন্দোর।
শাল, আলোয়ান, শান্তি রামপুর অমৃতসর ॥
শান্তি আমার আফিং হচ্ছে, মালব বিহার।
ব্রহ্মদেশে রেশম হচ্ছে, শান্তিটি আমার ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার চন্দ্রহার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(২৮)

সিন্ধুদেশে মির্জ্জাপুরে, শান্তি আমার পশম।
পোড়া ঘায়ে নিম ঘিয়ে শান্তি আমার মলম ॥
আমার নয়নে শান্তি পরম সুন্দর।
পারিসের এসেন্স শান্তি কনোজ আতর ॥
দিল্লীর সিংহাসন, আমার শান্তি ধন।
সোহং গীতা, যোগবশিষ্ট শান্তনু রতন।
শান্তি আমার শঙ্করাচার্য্য, বিচার চন্দ্রোদয়।
শান্তি আমার পঞ্চদশী, সোহং তত্ত্ব হয় ॥
কত সাধের শান্তি আমার, গলার সাতনর হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার ॥

(২৯)

বঙ্কিম বাবুর নভেল শান্তি, রবিবাবুর গান।
শান্তি আমার রত্নগিরি, মোহিত করে প্রাণ ॥
ঈশ্বরচন্দ্রের 'ভ্রান্তিবিলাস', আমার শান্তিমণি।
সূর্য্যবাবুর 'কানন কুসুম', 'নীতি-মঞ্জরী' খানি ॥

মাইকেলের কাব্য শান্তি, কুমারবাবুর গীতা।
স্বর্ণকুমারীর 'ছিন্ন কুসুম', 'দীপনির্ব্বাণ' যথা॥
নবীন বাবুর 'কুরুক্ষেত্র', 'রৈবতক' আর।
মানকুমারীর 'প্রিয় প্রসঙ্গ' শান্তিটি আমার।
কত সাধের শান্তি আমার, গলার চ্যাটাই হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার॥

(৩০)

শরৎবাবুর গ্রন্থাবলী, নরেশবাবুর বই।
অনুরূপার 'মন্ত্র শক্তি', আমার শান্তি সই॥
কামিনী সেনের 'আলো-ছায়া', নিরুপমার 'দিদি'।
পাঁচকড়িদের ডিটেকটীভ, সেক্সপিয়র আদি॥
মাথা ধরার শান্তি আমার, হচ্ছে বেলেডোনা।
সর্দ্দিজ্বরে একোনাইট, আমার শান্তিমনা।
ম্যালেরিয়ার বিরামাবস্থায়, শান্তি কুইনাইন।
কৃমি রোগে শান্তি আমার, হচ্ছে স্যান্টোনাইন॥
কত সাধের শান্তি আমার, দমা নেকলেস হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার॥

(৩১)

এমিটিন শান্তি আমার, হচ্ছে আমাশায়।
শান্তি আমার ক্যাম্ফার, দেখো কলেরায়॥
কাশিতে আমার শান্তি, দেখো ব্রাইওনিয়া।
শিশুর ক্রন্দন রোগে, দেখো গো কফিয়া॥

হামের সময় শান্তি আমার, দেখ প্যাল্‌সেটীলা।
পেট ফাঁপিলে শান্তিরাণী, আমার ক্যামোমিলা॥
কত সাধের শান্তি আমার, নবাবী কণ্ঠহার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি শান্তি কে আমার॥

(৩২)

খোস্ পাঁচড়ায় শান্তি আমার, হচ্ছে সাল্‌ফার।
পেট ফাঁপিলে কালাসিন্ধু, শান্তিটী আমার॥
বসন্তরোগে এন্টিমচার্য্য আমার শান্তি ধন।
সর্পাঘাতে এন্টিভেলিন শান্তনু রতন॥
কোমর ব্যথায় নক্স্‌ভ্যমিক, আমার শান্তিমণি।
ইনফ্লুঞ্জায় রাস্ ঔষধ, আমার শান্তিরাণী॥
কত সাধের শান্তি আমার, গোলাপ পাতা হার।
কেমন ক'রে ব'লব আমি, শান্তি কে আমার॥

সাধের গান

আমার সাধের গানগুলি,
তোমার কাছে গাই ;
সেই গানেরি মাঝে "তারু",
তোমায় পেতে যাই ॥
সুরের দূত পাঠিয়ে "তারু"
তোমায় খুঁজে মরি ।
মূর্চ্ছনাদের জালের মাঝে,
তোমায় যেন ধরি ॥
সুদূর পাখীর মধুর তানে,
আওয়াজ তোমার পাই ।
হাওয়ায় তোমার গন্ধ আনে,
গাওয়া ভুলে যাই ॥
আমার যত গানগুলি আজ
তোমার কাছে গাই,
গানের সনে "শান্তি" দিয়ে,
তোমায় যেন পাই ॥

শুভাশীষ

আয় বুকে শান্তিরাণী, আদরিণী একবার।
এ শুভ বিদায়ে আজি, কি দিব তোমারে আর ॥
আছে প্রাণে স্নেহরাশি,
মমতার চির হাসি,
আর আছে প্রাণ ভরা, বিষাদের অশ্রুধার।
আছে আর নিরাশার, চিরময় অন্ধকার ॥

এত যে মরমে শান্তি, জাগে শত হাহাকার,
এত যে নয়নে ঝরে, অশ্রুবারি অনিবার;
সেই শত নিরাশ্বাসে,
সেই অশ্রুজল পাশে,
তোরি শান্তি স্নেহরাশি, ঢালে নিত্য সুধা-সার।
শোক দুঃখ পরিতাপ, প্রাণে যে থাকেনা আর ॥

আজি এ বিদায়ে ঝরে, আনন্দের অশ্রুধার।
প্রতি অশ্রু মুক্তা রূপে, মালা শান্তি গাঁথি তার ॥
সে মুকুতা হার দিয়ে,
দিব কণ্ঠ সাজাইয়ে;
এ নহে মা হীরে মতি, পান্না জহরত হার।
এ যে আঁখি জলে গাঁথা, চারু মালা মুকুতার ॥

অভাগী দিদিমা তব, কোথা পাবে রত্নরাজি।
রাজরাণী হ'য়ে আজ, রয়েছি ভিখারি সাজি ॥
অশ্রুজলে দেখ বালা,
গেঁথেছি মুকুতা মালা ;
শত স্নেহ প্রীতিমাখা, সে অমূল্য মালা পরি।
যাও শান্তি পতি গৃহে, ফুল্লরূপে আলো করি ॥

হৃদয় দিয়েছি ডালি, কি দিব মা বল আর !
আঁখি জলে গাঁথা শেষ, ধর স্নেহ-উপহার ॥

সম্পূর্ণ